জ্ঞানের আলো

মানুষের জন্য প্রথম ফরয ঃ জ্ঞান। কুরআনের প্রথম অবতীর্ণ আদেশ ঃ পড়। দ্বিতীয় ফরয ঃ আমল। তৃতীয় ফরয ঃ তাবলীগ বা প্রচার। চতুর্থ ফরয ঃ এ সব অর্জনের পথে ধৈর্য।

জ্ঞান ও জ্ঞানীর মান ঃ

- মহানবী ﷺ বলেন, "জ্ঞান শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরয।"
- যে তাকওয়ায় বড় সেই আল্লাহর কাছে বড়। আর যার জ্ঞান বড় তার তাকওয়া বড়।
- আল্লাহ জ্ঞানীদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। এ শিক্ষার শিক্ষিতরা নবীদের ওয়ারেস।
- সাধারণ মানুষের তুলনায় একজন আলেমের মর্যাদা, যেমন সাহাবীদের তুলনায় নবী ﷺ-এর মর্যাদা এবং তারকারাজির মাঝে চাঁদের মর্যাদা।
- শিক্ষা ছাড়া কেউই জ্ঞান, সম্মান ও নিপুণতা লাভ করতে পারে না।
- জ্ঞানেই আনন্দ, নির্জনতার সাথী, জীবনের বন্ধু।
- জ্ঞান যার নেই, তার শক্তি ও সাহস বলতে কিছুই নেই।
- সবচেয়ে বড় ধনবত্তা হল জ্ঞান, সবচেয়ে নিম্ন মানের দীনতা হল মূর্খতা, সবচেয়ে বড় নীচতা হল গর্ব এবং সবচেয়ে বড় বংশ হল সুন্দর চরিত্র। জ্ঞানীর যত জ্ঞান বাড়ে, তার তত বিনয় বাড়ে।
- বান্দার পক্ষে আল্লাহর সর্বোত্তম দান হল, জ্ঞান। তা না থাকলে, আদব। তা না থাকলে, মাল; যা উক্ত সব কিছুকে গুপ্ত করে। তা না থাকলে, বজ্র; যা তাকে ধ্বংস করে ফেলে। আর তার ক্ষতি থেকে দেশ ও দশ নিরাপদে থাকে।
- ধনের চেয়ে জ্ঞান উত্তম। কারণ, ধনকে হিফাযত করতে হয়, কিন্তু জ্ঞান মানুষকেই হিফাযত করে। খরচ করলে ধন নিঃশেষ হয়ে যায়, কিন্তু জ্ঞান বর্ধিত হয়। ধন বিচারাধীন হয়, কিন্তু জ্ঞান হয় বিচারক। ধন সঞ্চয়কারীরা জীবন থাকতেই মারা যায়, কিন্তু জ্ঞান সঞ্চয়কারীরা মরণের পরও জীবিত থাকেন। যাঁদের দেহ তো হারিয়ে যায়, কিন্তু তাঁদের স্মৃতি থেকে যায় সকলের মনে।
- মহানবী ﷺ বলেন, "সে আমাদের দলভুক্ত নয়, যে আমাদের বড়দেরকে সম্মান করে না, ছোটদেরকে দয়া করে না এবং আমাদের আলেমদের মর্যাদা রক্ষা করে না।" *(সজাঃ ৫৪৪৩নং)*
- একজন পন্ডিতকে জিজ্ঞাসা করা হল যে, উলামা শ্রেষ্ঠ, নাকি ধনীদল? বললেন, উলামাই শ্রেষ্ঠ। বলা হল, তাহলে উলামাকে ধনীদের দরজায় বেশী বেশী আসতে দেখা যায়, অথচ ধনীদেরকে উলামাদের দরজায় ততটা বা মোটেই দেখা যায় না কেন? বললেন, কারণ উলামারা ধনের কদর জানেন। আর ধনীরা জ্ঞানের কদর জানে না তাই।
- ইল্‌মের (জ্ঞানের) মাহাত্ম্য প্রমাণের জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, যে প্রকৃত আলেম নয়, সে তা দাবী করে এবং অজ্ঞানীকে জ্ঞানী বললে সে খোশ হয়। আর মূর্খতার নিন্দা প্রমাণের জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, মূর্খ হয়েও কেউ নিজেকে মূর্খ মনে করতে চায় না এবং কাউকে মূর্খ বললে, সে রেগে যায়।
- একজন সলফ তাঁর মরণ মুহূর্তে একজন যিয়ারতকারী আলেমকে বললেন, আমাকে অমুক মাসআলাটা বলে দিন। তিনি বললেন, এই মরণ যন্ত্রণার সময় আপনি মাসআলা শুনবেন? বললেন, হ্যাঁ। কারণ, মহানবী ﷺ বলেন, "যারা জ্ঞান শিক্ষা করার পথে থাকে, তারা আসলে বেহেশ্তের পথে থাকে!" আর আমি বেহেশ্তের পথে থাকা অবস্থায় মরতে চাই।
- আব্দুল্লাহ বিন মুবারককে জিজ্ঞাসা করা হল যে, যদি আপনি জানতে পারেন যে, আপনি আজ সন্ধ্যায় মারা যাবেন, তাহলে আপনি কি করবেন? বললেন, 'মৃত্যু আসা পর্যন্ত আমি ইলম অনুসন্ধান করব।'

ভাই জ্ঞান শিক্ষার্থী ও জ্ঞানী!

- লেখে শিখ, দেখে শিখ। ঠেকে শিখ ও ঠকে শিখ।
- জীবনের ব্যাপক সময় ধরেই শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। শিক্ষার কোন শেষ ও নির্দিষ্ট সময়-সীমা নেই।
- বিদ্যার সাথে সম্পর্কহীন জীবন অন্ধ এবং জীবনের সাথে সম্পর্কহীন বিদ্যা পঙ্গু।
- তোমার জ্ঞান ও শিক্ষা যদি তোমাকে অসঙ্গত কর্মে বাধা দেয়, তাহলে তুমি একজন জ্ঞানী ও শিক্ষিত মানুষ।
- যতই আমরা অধ্যয়ন করি, ততই আমাদের অজ্ঞতাকে আবিষ্কার করি।
- তোমার সবচেয়ে উত্তম সঙ্গী হল কিতাব।
- যে তার ইমারত উঁচু করতে চায়, তার উচিত, ভিত্তি মজবুত করা।

অতএব ইল্‌ম অনুযায়ী আমল কর!

- মুনাফিকের ইল্‌ম তার মুখে এবং মু'মিনের ইল্‌ম তার আমলে।
- আদবের ফল সঠিক জ্ঞান এবং ইলমের ফল নেক আমল।
- মানুষ যত উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হোক না কেন, যদি তার দ্বারা সে নিজে উপকৃত না হতে পারে, তবে এমন শিক্ষিতকে মূর্খ বলে আখ্যায়ন করলে অন্যায় হবে না।
- পাপ যত ছোটই হোক তা খারাপ। আলেমের পক্ষে পাপ অধিক অশোভনীয় এবং অধিক সম্ভাব্যও। কারণ, ইল্‌ম শয়তানের বিরুদ্ধে লড়বার হাতিয়ার। তাই শয়তান চেষ্টা করে, যার হাতে হাতিয়ার তাকেই প্রথমে প্রতিহত করা।

এ শিক্ষায় এ ক্ষণস্থায়ী জগতের ভোগ-বিলাসের সামগ্রী লাভ না হলেও পরকালের চিরস্থায়ী জগতের ভোগবিলাস ও ইচ্ছাসুখের রাজত্ব লাভ হয়। এ জন্যই একজন আলেম মানুষ দুনিয়াদার ও লোভী হতে পারেন না।

- ইল্‌ম যত বাড়ে, বাসনা ততই ছাড়ে। চাই নাকো তাজ, নাই বিষয়ের আশ। যে তাজ-বিষয় আনে মুহূর্তে বিনাশ।

মুসলিম নারী ও মায়ের জন্যও এ শিক্ষা ফরয ঃ

- আমাকে একটা শিক্ষিতা মা দাও, আমি তোমাদেরকে একটা শিক্ষিত জাতি দেব। মায়ের শিক্ষাই শিশুর ভবিষ্যতের বুনিয়াদ।

কোন্ জ্ঞান শিক্ষা করা ফরয? কোন্ শিক্ষিতের জীবনের ১ আনাও মিছে নয়?

- একদা এক শিক্ষিত ভদ্রলোক নদীপথে এক মাঝির নৌকায় চড়ে যাত্রা করছিলেন। কথায় কথায় তিনি মাঝিকে জিজ্ঞাসা করলেন, মাঝি বীজগণিতের সূত্র জান? বলল, না। বললেন, তাহলে তোমার জীবনের চার আনাই মিছে। বললেন, ভূগোল জান? বলল, না। বললেন, তাহলে তোমার জীবনের ৮ আনাই মিছে। বললেন, জ্যামিতি জান? বলল, আজ্ঞে না। বললেন, তাহলে তোমার জীবনের ১২ আনাই মিছে। আকাশে মেঘ জমে ছিল, ঝড় এল। নৌকা ডুবুডুবু। ভদ্রলোক বললেন, মাঝি এবারে কি হবে? বলল, নৌকা ডুবে যাবে। আপনি সাঁতার জানেন তো? বললেন, না। বলল, তাহলে আজ্ঞে, আপনার জীবনের ১৬ আনাই মিছে।

বলা বাহুল্য, মাদ্রাসার ছাত্র অন্যান্য বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে সরকারী চাকরী না পেলেও কবর, কিয়ামত ও দোযখের মহাসমুদ্রে তুফানের সময় সাঁতার কেটে নাজাত পাওয়ার বিদ্যা তার আছে। আর এ হল মহাসাফল্য। সে ও তার মত শিক্ষিত লোকের জন্য কবরের তিনটি প্রশ্নের উত্তর সহজ হয়ে যাবে। কিন্তু এ বিদ্যায় অশিক্ষিত লোকেরা যখন উত্তর দিতে অক্ষম হবে তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা পড়ও নি, জানও নি!

আলেম ও মাদ্রাসা মুসলিমকে কি দেয়?

- এ জগতে তুমি মানুষকে যা কিছু দাও না, জ্ঞানদান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান আর নেই।
- যে নিজেই নিজের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করে, সে শিক্ষিত না হয়ে বোকা হয়।
- একটি প্রদীপ থেকে শত শত প্রদীপ জ্বালালে যেমন তার আলো কমে না, তেমনি শিক্ষার আলো যত বেশী দান করা যায় ততই মঙ্গল।
- জ্ঞানই একমাত্র মহামূল্যবান সম্পদ, যা খরচ করলে কখনো কমতি পড়ে না। চারিত্রিক ও পারত্রিক এ সম্পদই দান করা হয় মাদ্রাসায়।

মাদ্রাসার বিদ্যা ঃ

- এ বিদ্যা ভিখেরী বিদ্যা নয়। এ বিদ্যা নববী বিদ্যা, রাজবিদ্যা, বেহেশ্তী বিদ্যা। সমাজের এক শ্রেণীর কৃপণ মানুষ এ বিদ্যার পিছনে যথার্থ অর্থ ব্যয় না করে, মাদ্রাসার কর্মী ও ছাত্রদেরকে তাদের দরজায়-দরজায় আসতে বাধ্য করে তার নাম দিয়েছে ভিখেরী বা ফকীরী বিদ্যা। দেশের সরকার এ বিদ্যার মান না দিয়ে এবং তাতে চাকুরীর সুযোগ না দিয়ে তার নাম দিয়েছে ভিখেরী বিদ্যা। যদিও নববী জ্ঞানের আলোকপ্রাপ্ত জ্ঞানীদের সে কথায় কোন পরোয়া নেই। কারণ, তাঁরা তো সুনাম ও চাকুরী নেওয়ার উদ্দেশ্যে এ শিক্ষা শিখেন না। তাঁরা এ শিক্ষা শিখেন এ জগতে মানুষরূপে এবং পরকালে বেহেশ্তীরূপে বাঁচার জন্য। আর সেটাই হল সবচেয়ে বড় সফলতা।
- উমার বিন আব্দুল আযীয বলেন, যদি পার, তাহলে আলেম হও। না পারলে, তালেবে-ইল্‌ম হও। তাও না পারলে, তাঁদেরকে ভালোবাস। তাও যদি না পার, তাহলে তাঁদেরকে ঘৃণা করো না।
- জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য-শিক্ষা অপরের উৎসাহদানের উপর অনেকটা নির্ভরশীল। অতএব যারা জ্ঞান শিক্ষার পথে তাদেরকে উৎসাহিত করুন।

ব্রাদারানে ইসলাম! আসুন আমরা মুক্ত হস্তে দান করে মাদ্রাসার সহযোগিতা করি। রাজবিদ্যার উপর আরোপিত মিথ্যা কলঙ্ক 'ভিখেরী বিদ্যা' নাম দূর করি। তালেবে-ইল্‌ম, আলেম তথা মাদ্রাসার কদর রক্ষা করার দায়িত্ব সঠিকরূপে পালন করি। নচেৎ, জ্ঞানের আলো, জ্ঞানের উৎস, নববী মীরাস বন্ধ হয়ে গেলে আমরাও পথহারা অন্ধ হয়ে যাব। আসুন, আলস্য, সঙ্কোচ ও কার্পণ্য ছেড়ে মাদ্রাসা নববিয়ার সর্বপ্রকার সহায়তা করুন।

আহবায়ক ঃ মাদ্রাসা নববিয়ার পক্ষ থেকে ঃ সেক্রেটারী - কাজী হাফিযুর রহমান এবং হিতাকাঙ্খী - আব্দুল হামীদ মাদানী

- বহুমূল্য পরিচ্ছদ, রতন ভূষণ,
নরের মাহাত্ম্য নারে করিতে বর্ধন।
জ্ঞান-পরিচ্ছদ আর ধর্ম অলংকার,
করে মাত্র মানুষের মহত্ব বিস্তার।

- মায়ের হাতে গড়বে মানুষ মা যদি সে সত্য হয়,
মা-ই তো এ জগতে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়।